দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ কমিকসের অভূতপূর্ব সংকলন
কমিক ডাইজেস্ট
DIAMOND
VOL. 2
RUPEES 30
বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজীতে
Bengalidownload.com
Scanned by Shounak
15/- টাকার মূল্যের
ফ্রী উপহার
এই সংখ্যার সঙ্গে
D.C.

DIAMOND
Vol. : 2

কমিক ডাইজেষ্ট

বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজীতে

প্রিয় বন্ধুরা,

ডায়মণ্ড কমিকসের দুনিয়ায় আপনাদের স্বাগত জানাই! আমাদের নতুন পত্রিকা 'কমিক ডাইজেস্ট' আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা নিজেদের অত্যন্ত গর্বিত অনুভব করছি! এতে আপনারা বিখ্যাত কমিকস চরিত্র সিক্রেট এজেন্ট বিক্রম, ইন্সপেক্টর গরুড়, দেবী, ইন্সপেক্টর নিশা, হেমন হিমাংশু, বিজয়, অগ্নি, তিলক, স্বামী প্রজানন্দ, জাতক কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র এবং আকবর-বীরবলের কাহিনীর মজা ওঠাতে পারবেন! এছাড়াও থাকবে জনপ্রিয় কমিকস চরিত্র চাচা চৌধুরী, লরেল ও হার্ডি এবং আর্চি! এছাড়াও আপনাদের মনোরঞ্জন করতে এতে থাকবে ধাঁধা, বুদ্ধির খেলা এবং আরও অনেক কিছু! কমিক ডাইজেস্ট প্রতি মাসে বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়ে আপনাদের অবসর সময়কে মনোরঞ্জনে ভরিয়ে তুলবে! আপনাদের চিঠির প্রতীক্ষায়!

সর্বদা আপনাদের

Gulshan Rai

(গুলশন রায়)
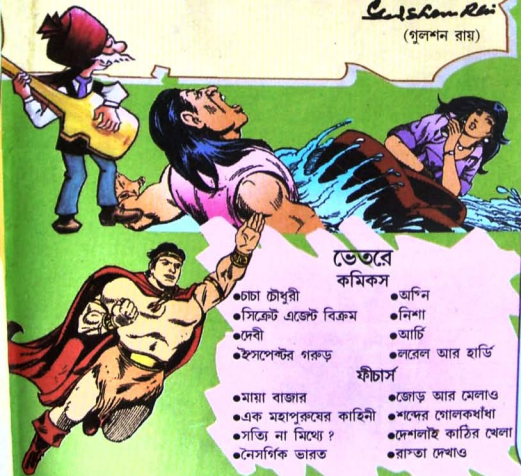
ভেতরে

কমিকস

ফীচার্স

Editor/Publisher :
Gulshan Rai
Mobile : 9810003062
Address :
H.O : 257, Dariba Kalan, Delhi-6.
Phone:23266232, 23266317
B.O. : A-22, Gobind Villa, Sector-63, Noida-201307
Phone : 95120-2401093/ 94
Fax : 95120-2401095
E-mail :
comicsdiamond@mantraonline.com
Website :
www.diamondcomic.com
Creation :
Amit & Tarun
Rubic Graphics

MEDIA OFFICES

DELHI
Gulshan Rai, Mobile : 9810003062
Karuna Bhatia, Mobile : 9810998210
K. Balakrishnan Mobile : 9810998211
Subhash Sharma, Mobile : 9818026306
Jagdish Paswan, Mobile : 9818243309

MUMBAI
Praveen Chandra, Ms. C. Garima,
Phone : 28935738,
Fax : 28952136,
Mobile : 9820129206

KOLKATA
Ms. Sabita Mitra,
Phone : 26667159,
Mobile : 9830045756

CHENNAI
J. Jagannathan
Phone: 044-23624120, 23623624

BANGALORE
Sathyavel,
Phone : 25561316

INDORE
Ramesh C. Nagar, Kanta Nagar,
Phone : 2541533,
Mobile :9827031659

KANPUR
Vijay Kant Pandey,
Mobile : 9810176174

AHMEDABAD
A.S. Raghunath,
Phone : 26925822,
Mobile : 9825026167

inted and Published by Gulshan Rai on behalf of Comic Digest, 257, Dariba Kalan, Delhi-6 & Printed at Jain Offset inters, 2864, Chail Puri, Kinari Bazar, Delhi-6 Editor : Gulshan Rai

আর্চি

বাহিরে বরফ পড়ছে, ফায়ারপ্লেসে জ্বলন্ত আগুন আর আর্চির সঙ্গ - এর থেকে বেশী রোমান্টিক আর কিছুই হতে পারে না।
ভেরোনিকা! আগুনের আলোয় তোমাকে আরও বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে!
এসব হচ্ছে তোমার কথার জাদু, আর্চি!

তখনই।
বাহ! বরফ নীচে আসছে!

তার মানে, লেক শীঘ্রই জমে যাবে!

আমি আমার স্কেটসের ধুলো ঝেড়ে নিই!
PEACE

আর ব্লেডগুলোর ধার তীব্র করে নিই!

পৃথিবীর সব থেকে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে স্কেটিং করার থেকে বেশী রোমান্টিক আর কিছুই হতে পারে না!

হাই, ভেরোনিকা! আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম!
সত্যি, আর্চি!

আর আমি তোমার কথা ভাবছিলাম!
সাতটার সময় চলে এসো!
আমি প্রতিটা মুহূর্ত গুনব!

হুমম! আমি কি পরব?

এটা ভালো লাগবে!

এবার স্নান করে নিই!

চুল আঁচড়ে নিই!
কবিতার বইতে চোখ বুলিয়ে নিই!
বাহ!
আমি এক স্বাভাবিক কবি!
আর্চি এলে আমি ওকে নিজের কবিতা শোনাব!
মাত্র 15 মিনিট বাকী!
এবার আমি!
আমার প্রিয়!
ক্লিক!
ধড়াম্!
বিশেষ আবহাওয়া রিপোর্টের জন্য অনুষ্ঠান কিছুক্ষন স্থগিত রাখা হচ্ছে!
বাহিরে প্রচণ্ড বরফ পড়ছে! নিজেদের বাড়ীর ভেতরেই থাকুন... আবার বলছি, বাড়ীর ভেতরে থাকুন!
হাই, রোনী! মনে হচ্ছে, আজ রাতে আমি তোমার কাছে আসতে পারব না!
আমি থাকতে পারছি না, আর্চি! আমি তোমাকে নিজের কবিতা শোনাতে চাইছিলাম!
গোলাপ লাল... এর রং-য়ের অপূর্ব ছটা!
আমি আইস স্কেটিং-য়ের ব্যাপারেও ভাবছিলাম!
বাহ! বেটী ভালো নাচতে পারে!
বরফ পড়ে ভালোই হয়েছে!
ক্লিক!
ক্লিক!

লেরী হার্মন্স
লরেল আর হার্ডি

সুন্দর পরম্পরা

আমি নিজেকে এমনভাবে দেখতে গর্বিত অনুভব করি, বন্ধু! আমাদের এমন একটা সুন্দর পরম্পরা রয়েছে! আমরা এক সুন্দর জাতির মানুষ!

তুমি কি জানো, এই বই অনুযায়ী এই প্রাসাদে এক স্কন্ধকাটা ভূত ঘুরে বেড়ায়!

ওহো... ভূত? মজাদার! লোকেদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য ওরা এমনটা লিখে রেখেছে!

আমি ভূতে বিশ্বাস করি না! চল, যাই!

এই পুরোন ছবিগুলো যথেষ্ঠ রোচক!
এটা তো আমার ব্যাংক ম্যানেজারের মত লাগছে!

ও বার-বার আমাকে রাগায়! হা-হা!

স্ট্যানলী সব কিছু হাল্কা ভাবে নিলেও ওলি যথেষ্ঠ সিরীয়াস ভাবে সব কিছু দেখছিল!
পুরোন ছবিগুলো পরিস্কার করার সময় এসে গেছে!

আ-আ-আ!
ছপ্!
ছপাক্!!

তোমাকেও ঠিক কোন ছবির মত দেখাচ্ছে! এ তুমি কেমন পোশাক পরে রয়েছ?

ম্যাডাম! আমি ইতিহাসের পেছন দিকে চলে গেছিলাম! আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না!

হি-হি-হি! আমি ওর সব থেকে প্রিয় বন্ধু হয়েও ওকে বুঝতে পারিনি!

আরে! এই প্যানেলটা তো চলছে...!
সর্র র্র!

...আমি ভেতরে ঢুকে যাচ্ছি!

আমি কোন গোপন ঘরে পৌঁছে গেছি।

আমাকে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুঁজতে হবে।
ঠক্! ঠক্!!

কোন লাভ হল না!
ঠক্! ঠক্!!

ষ্ট্যানলী কিছুই জানত না!
এ্যাঁ! এটা কি?
ঠক্!
ঠক্!!

ঠক্-ঠক্ করা ভূত!
ঠক্! ঠক্!!

এসব আমি কি বলছি? আমি ভূতে বিশ্বাস করি না!
ভড়াম্!

আমি ভেবেছিলাম যে, আমি একজনকে খুঁজে নেব - ঠিক আছে!

আমাকে তাড়াতাড়ি এই ঘর থকে বেরোতে হবে! এখানে বড়ই অদ্ভুত লাগছে!

আহ... বেডরুম! আমি বাজী ধরতে পারি যে, এখানে নিশ্চয়ই কোন ঐতিহাসিক জিনিষ লুকোন আছে!
মাস্টার বেডরুম!

একটা সুন্দর খাট! আমি আগেই জানতাম!

আমি এর ওপরে কিছুক্ষন বিশ্রাম করব!

ওলি শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল!
আহ! আমি কত সুন্দর রাজা হতাম!

ওদিকে স্ট্যান্‌লী বড়ই চিন্তায় পড়ে গেছিল!
এই সিঁড়িতে উঠে দেখি... বাইরে যাবার রাস্তা হয়তো এদিকেই হবে!
ঘর্‌র! ঘর্‌র!!
চিঁর্‌র্‌ র্‌!
পেয়ে গেছি!
খট্‌!
ধড়াম্‌!
মাথা ভেঙে গেছে!
ফটাক্‌!
ধাড়!
ওহো... আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!
এটাকে তুলে রাখি... প্রচণ্ড ভারী!
ঈ ঈ ঈ!
ঠক্‌-ঠক্‌ করতে থাকা স্কন্ধকাটা ভূত!
ওলি! দেখো আমি!
আমি!
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এটা তুমি!
টুঁই!
এটাকে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যাও... এ আমাকে আরও ভয় দেখাবার আগে!
ও.কে. ওলি! ধরে নাও যে, তোমার কোন পূর্বপুরুষ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল – তোমার এমন পোশাক দেখে!
আমাকে ভয় দেখিও না! আমি জানি যে, এটার ভেতরে তুমি আছো!
আমি এটাও জানি যে, ভূত হাঁটিতে পারে না... ঈ ঈ ঈ – এ তো হাঁটিছে!
এসো ওলি...ঠাণ্ডা হও!

পরে!
ঐ মূর্তিটা এখানেই কোথাও হবে!

এই মূর্তিটা দিয়ে দাও... এটা প্রাসাদের সম্পত্তি!
কিন্তু ও কোন মূর্তি নয়!

যাই হোক না কেন, একে নিয়ে যেতে হবে!

ফিরে এসো!
টন্‌ ন্‌!

ওহো! ওলির চাবি ওর পকেট থেকে পড়ে গেছে!

ওরা ওলিকে কোথায় নিয়ে গেল?

ওদিকে, পাশের ঘরে!
একে এখানে রেখে জেনে আসি যে, একে কোথায় রাখতে হবে?

আর!
চর্‌ র্‌ র্‌!

ধড়াম্‌!

অ... আমি কোথায়? আমার কি হয়েছিল?

স্ট্যানলীও কিছুই বুঝতে পারছিল না!
ওরা ওলিকে কোথায় নিয়ে গেল?
ছন্‌! ছন্‌!!

ওলি... তুমি কোথায়?
ছন্‌! ছন্‌!!

গোপন কেবিনে কেউ স্ট্যানলীর আওয়াজ শুনতে পেত না, কিন্তু ও শুনতে পেল।
ওটা কি ?
ছল্‌!
ছল্‌!!
ওটা কি সেই স্কন্ধকাটা ভূত ?
ছল্‌!
ছল্‌!

বাঁচাও ! মা... আমার ভয় করছে !

স্ট্যানলী অনেক খুঁজেও ওলির কোন খোঁজই পেল না !
হতে পারে যে, ওলিও আমাকে খুঁজে না পেয়ে বাড়ী চলে গেছে ! আমিও বাড়ী ফিরে যাই !

অন্ধকার হয়ে আসছে ! একটু পরেই প্রাসাদ বন্ধ করে দেওয়া হবে ! আশা করি, ওলি বাড়ীতে খাবার বানিয়ে রেখেছে !

ওলিরও খিদে পেয়েছিল আর ও বাড়ী থেকে অনেক দূরে ছিল !
রাস্তা কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয়ই হবে !
ধাক্কা!

শেষে !
চর্‌ র্‌ র্‌!

শুনুন... আপনি কি আমাকে রাস্তা বলতে পারবেন ?
প্রাসাদের ভূত... পালাও !

বেরিয়ে তো এসেছি ! কিন্তু বাড়ী পৌঁছব কি করে ?

আর !
ক্রিপী ভূত – আমার পূর্বপুরুষ... কিন্তু আমি যাচ্ছি ভবিষ্যতের দিকে !

হুঁহ ! আমাদের পরম্পরা প্রাচীন যুগে যতই সমৃদ্ধ থাকুক না কেন... বর্তমানটা পচে গেছে !
ঠক্‌!
ঠক্‌!!

চাচা চৌধুরী
প্রাণ

আমি নিজের কুরূপতা দূর করব!
7 দিনে সুন্দর হোন

ভেতরে যাওয়া যাক!

আমিও কি সুন্দরী হতে পারি?
নিশ্চয়ই! ম্যাডাম বাটারফ্লাই অনেককে সুন্দর করে তুলেছেন!

কুরূপতা হচ্ছে এক অভিশাপ! আমিও আগে কুৎসিত ছিলাম! তখন আমি এই ওষুধ খাই আর আজ আমি আপনার সামনে রয়েছি!

সৌন্দর্যের চাবিকাঠির মূল্য মাত্র এক লাখ টাকা!
এই যে চেক!

আমি সুন্দরী হয়ে উঠলে প্রতিটা পুরুষই আমাকে বিয়ে করতে চাইবে!
সুন্দর হোন

ওষুধ খাই!

সাত দিন পরে!
এ্যাঁ! আমি তো আগের মতই কুৎসিত!

চাচা চৌধুরী! ম্যাডাম বাটারফ্লাই আমাকে ঠকিয়েছে!
তুমি ন্যায়বিচার পাবে!

চল আমার সঙ্গে!
www.prancartoons.com
49-A

আমি নিজের পত্নীকে সুন্দর বানাতে চাই!
বের করুন এক লাখ টাকা!
© PRAN'S FEATURES

আমি টাকা নিয়ে আসছি! দরজা খোলা রাখবেন!

G&Co
BANK
গর্র্র্

ওহো! ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে!

এটা খুলে ফেলি!

দেখো, ম্যাডাম বাটারফ্লাইয়ের আসল মুখ!

এ যখন মাথা নাড়ত, এর কানের দুল নড়ত না! আমি তখনই বুঝে গেছিলাম যে, এ মুখোশ পরে আছে!*

*চাচা চৌধুরীর মগজ কম্প্যুটারের চেয়েও প্রখর!

গার্ড! একে মেরে ফেলো!

হু-হুবা!

বল, কি চাও?
ক্ষমা!

আমি তোমার টাকা ফেরত দিচ্ছি!

মনের সৌন্দর্যই প্রকৃত সৌন্দর্য!

ইন্সপেক্টর গরুড়

পুলিশ কমিশনার নিজের অফিসারদের নিয়ে জরুরী মিটিং করছিলেন!
কাস্টম অফিসারের মৃতদেহের ওপরে একটা নোট লেখা ছিল ঃ কোবরার মুখে হাত দিও না!

এই কোবরা চক্রকে কি করে শেষ করা যায়?
আমরা ই. গরুড়কে এই কাজে লাগাতে পারি!

হ্যাঁ... মন্দ বলনি!

ই. গরুড়কে কোবরা চক্রকে শেষ করার কাজ সঁপে দেওয়া হল!
বলবীর! আজ রাতে আমরা মাহিম খাঁড়ির কাছে সমুদ্রতটে টহল দেব!
দিনের বেলা কি আমি বিশ্রাম করব?

না! কার্লোস ওয়াইনের মালিক কার্লোসের ওপরে নজর রাখবে!
কেন, স্যার?

আমি এটা জানতে চাই যে, কার্লোস এত তাড়াতাড়ি ধনী কি করে হয়ে উঠল?

সানশাইন গুদামে এক দল স্মাগলার...!
তাড়াতাড়ি সব মাল ওঠাও!

ওটাই হয়তো সেই গুদাম!
স্পীড কমাও!

গুদাম থেকে একটা ট্রাক বেরিয়ে এল!
পুলিশ!
ফেঁসে গেছি!

পুলিশ মুখ্যালয়ে !

ই. গরুড় ! এবার আমরা কি করব ?

এখনও সারা রাত আমাদের হাতে সময় আছে, স্যার !

ই. গরুড় আর কনস্টেবল বলবীর সেই বিল্ডিংটার কাছে এল !
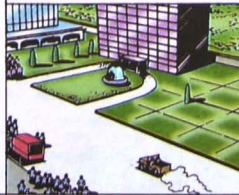
ই. গরুড় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল !

সাঁতার কাটতে ইচেছ করছে, স্যার ?

বাজে বোক না, বলবীর !

ই. গরুড় কমিশনারের সঙ্গে দেখা করল।
স্যার! আজ রাতে ঐ বিল্ডিং-য়ের ছাদে আমাকে আর বলবীরকে নামিয়ে দেবার জন্য একটা হেলিকপ্টার চাই।
এর আগে পাঠানো হেলিকপ্টারগুলোর দুর্গতি কি হয়েছিল, জানো না?

আমি চাই যে, কপ্টার 2,000 ফুট উঁচু দিয়ে উড়ুবে আর আমাদের একটা সিঁড়ি দিয়ে বিল্ডিং-য়ের ছাদে নামিয়ে দেবে।
সেটা কি সম্ভব?

ছাদে দাঁড়ানো লোকেরা 2,000 ফুট উঁচু দিয়ে উড়তে থাকা কপ্টারের আওয়াজ শুনতে পাবে না আর অন্ধকারে ওটাকে দেখতেও পাবে না।
ই. গরুড়

কপ্টারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।
কাজটা বড়ই ঝুঁকির, ইন্সপেক্টর!
আমি সেটা জানি!

গরুড়! শুভ কামনা রইল!

কপ্টার নরিম্যান পয়েন্টের দিকে উড়ে চলল।

বিল্ডিং-য়ের ছাদের ঠিক ওপরে....!
বাহ! কপ্টারের ডানার কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না!
আশা করি, ছাদের লোকগুলো কালা হবে!

ছাদে পাহারা দেওয়ার দুজন প্রহরী দুজন লোককে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখতে পেল না।

ই.গরুড় আর বলবীর নিঃশব্দে ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাছে নেমে এল।

প্রহরী দুজন কিছুই জানতে পারল না।
আমি একজনকে সামলাচ্ছি, তুমি অন্যজনকে সামলাও!

ই. গরুড় একজন প্রহরীর দিকে ঝাঁপাল।

আর বলবীর অন্যজনের দিকে।
তারপর?

প্রথম ভাগ কাজ শেষ!
এবার দ্বিতীয় ভাগ!

ই. গরুড় আর বলবীর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল।
কে জানে ওরা সংখ্যায় ঠিক কতজন?
আমি ওদের সামলাব, আপনি কার্লোসকে সামলান।

ওরা কনফারেন্স হলের দরজার সামনে এসে পৌঁছল।
তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকুন।

ওরা ঢুকতেই ভেতরে সবাই চমকে উঠল!

বন্দুক ফেলে দাও!

দুজন স্মাগলার গুলি চালাতে যেতেই!
আঈ ঈ!
উফ্!
ই. গরুড়

হলের সবাই হতবাক হয়ে উঠল!
ইন্সপেক্টর গরুড়!?

তোমার খেল্ খতম, কার্লোস!

দুজন স্মাগলার বলবীরের মুখোমুখি!
আহ!

আমরা বেঁচে গেছি!

ই. গরুড় কমিশনারকে ফোন করল!
স্যার! কোবরা চক্র শেষ হয়ে গেছে! কার্লোস আর দলের অন্য চারজন মাথা এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে!
শাবাশ, ইন্সপেক্টর! কালকের কাগজে তোমার কীর্তির কথা বড়-বড় অক্ষরে ছাপা হবে!
সমাপ্ত

একদিন উত্তর ভারতে অবস্থিত গ্রেট স্পেস সেন্টার (জি. এস. সি.)-তে সুদূর অন্তরীক্ষ থেকে আউট স্পেস রিসিভার (ও. এস. আর)-তে মেসেজ এল!

পৃথিবীবাসীরা! আমরা এ প্ল্যানেটোরিয়াম থেকে বল আমরা তোমাদের মেসেজ করে ওটাকে ডি-কোড দিয়েছি! আমাদের সভ্যতা তোমাদের থেকে অনেক আধু এবং উন্নত!

উপস্থিত সব রাজনৈতিক নেতাদে মেসেজটা পড়ে শোনানো হল!

পৃথিবীবাসী! তোম ধ্বংসের খেলা খেলছ! তোমরা পরমাণু অস্ত্রের বিরাট-বিরাট ভাণ্ডার গড়ে তুলেছ... এই খ আমাদের উন্নত গুপ্তচর প্রণা জানিয়েছে!

এদিকে, ভারতীয় উপমহাদ্বীপে রাজনৈতিক গতিবিধি তীব্র হয়ে উঠল! ভারতীয় নেতৃত্ব আর জনমত সর্বদা বিশ্বশান্তি আর সদ্ভাবের পক্ষেই ছিল! এক উচ্চস্তরীয় বৈঠক...!

আমরা বিধ্বংসক কার্য্যকলাপে পরমাণু শক্তির প্রয়োগের বিরুদ্ধে!

জেনেভাতেও আরও প্রায় একশোটা দেশ পরমাণু অস্ত্র নষ্ট করার পক্ষে মত দিল!
ওদের সভ্যতা যদি এতটা উন্নত হয়...!
... ওরা আমাদের ধ্বংস করে ফেলতে পারে!

কিন্তু মহাশক্তিরা অনড় হয়ে ছিল!
আমরা ওদের ধ্বংস করে দেব!
ওরা পৃথিবীতে নামার আগেই!

DYNAMITE
TURMOIL IN SEA

এই ফাঁকে!
পৃথিবীবাসী! আমরা তোমাদের নিজেদের শক্তি দেখিয়ে দিতে চাই! নিজেদের টি.ভি. ক্যামেরা ভারত আর হংকং-য়ের মাঝে সমুদ্রী-পথ এক্স.ওয়াই.এক্সে নিয়ে যাও আর নিজেদের দেশবাসীদের গ্রীণউইচ সময় শূণ্যের সময় টি.ভি. অন করে রাখতে বল!

এক প্রমুখ প্রবক্তা জেনেভার সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন!
ভদ্রমণ্ডলী! দেখা যাক, কি হয়? বৈঠক কাল পর্যন্ত্য স্হগিত করা হল!

সমস্ত নেতারা অস্থির আর শংকালু চিত্তে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এলেন!
ওরা বারমুডা ট্রাঙ্গলের উল্লেখ করেছিল!
আমাদের নিজেদের পরমাণু কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের সতর্ক করে দেওয়া উচিত... হামলা হতে পারে!

ভারতে র'-য়ের মুখ্যালয়ে!
এখুনি বিক্রমের সঙ্গে আমার কথা বলাও!
ইয়েস, চীফ!

র'-য়ের মুখ্য এজেন্ট নিজের জিমনাশিয়ামে!
স্যার! চীফের ফোন!
উফ! ব্যায়ামও করতে দেবে না!

বিক্রম! গ্রীনউইচ সময় শূণ্যের সময় টি.ভি. খুলো!
ও. কে., স্যার!
কি হবে?

FAULADI SINGH
& MASTER OF
BLACKHOLE

ভারতের মুখ্য এজেন্ট বিক্রম টি.ভি.-র সামনে বসে আছে!

টি.ভি.-তে এক মুখ্য সমুদ্রী-পথে প্লেন নামতে দেখা গেল!
তোমার কি মনে হচ্ছে... কি হবে?
সুদূর অন্তরীক্ষ থেকে তো হামলা হবে না!

সঠিক সময়ে টি.ভি.-র পর্দা থেকে সব কিছু গায়েব হয়ে গেল!
কি হল?
হয়তো টেক্‌নিক্যাল ফল্ট!

একটু পরে, টি.ভি.-তে কিছু দেখতে পাওয়া গেল!
শুধু সমুদ্র... জাহাজ কোথায় গেল?
আমি চীফের সঙ্গে কথা বলছি!

চীফ! ক্যামেরা কি আগে ঐ জায়গাটাই দেখাচ্ছিল?
হ্যাঁ... জাহাজ হঠাৎ গায়েব হয়ে গেছে!

এক মহাশক্তির নৌ-সেনা মুখ্যালয়ে!
আমাদের পরমাণু জাহাজ গায়েব হয়ে গেছে... ওতে বহুমূল্য ইউরেনিয়াম ভর্তি ছিল! এটা নিশ্চয়ই আমাদের কোন শত্রুর কাজ! এখুনি ফাইটার প্লেন পাঠাও!

শীঘ্রই ফাইটার প্লেনের একটা ঝাঁক সেই স্হানের দিকে রওনা হয়ে পড়ল!

আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর ক্যামেরাম্যানরা নিজেদের ক্যামেরার মুখ প্লেনগুলোর দিকে ঘুরিয়ে দিল!
TV

প্লেন যেই সমুদ্রের ওপরে সেই জায়গাটায় প্রবেশ করল, ওখানে কোন জাহাজই ছিল না! হঠাৎ প্লেনগুলোয় এক জোরদার বিস্ফোরণের পরে ধূ-ধূ করে আগুন ধরে গেল!
কি হল?

একটু পরেই, গায়েব হয়ে জাহাজকে আবার দেখতে পাওয়া গেল... সম্পূর্ণ সুরক্ষিত !
বিক্রম দ্রুত কিছু চিন্তা করে চলেছিল !
এই জায়গাটা ঠিক বারমুডা ট্রাঙ্গলের মত !
তুমি এখনই যাচ্ছ কেন ? একটু বিশ্রাম করে নাও !
আমি হেড-কোয়ার্টারে যাচ্ছি ! কাল সকালে ফিরব !
CHACHA-BHATIJA & GODDESS OF FORTUNE
চীফ্ তখনও নিজের টেবিলে ছিলেন !
তাজা খবর কি ?
আমি জানতাম যে, তুমি আসবে !
এরিস প্ল্যানেটোরিয়ামের বাসিন্দারা গোটা পৃথিবীর দেশগুলোকে পাঁচ দিনের ভেতরে নিজেদের পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করতে আল্টিমেটাম দিয়েছে ! আমাদের রাষ্ট্রপতি বিশ্ব-প্রমুখদের মিটিং-য়ে অংশ নিতে জেনেভা যাচ্ছেন !
এই সব পরমাণু বৈজ্ঞানিকেরা সুদূর অন্তরীক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চক্করে শুধু-মুধু ঝামেলা টেনে এনেছেন !
আপনি নিশ্চিত যে, মেসেজটা অন্তরীক্ষ থেকেই আসছে ?

তুমি কি বলতে চাইছ ? তোমার কি ঐসব মেসেজের ওপরে সন্দেহ হচ্ছে ?
স্যার ! আমার মনে হয় ! মেসেজ যেই পাঠাক না কেন... ও ভারত মহাসাগরে বারমুডা ট্রাঙ্গলের মত এক চুম্বকীয় ক্ষেত্রের নির্মান করে দিয়েছে !
সেটা তো ওরাও বলেছে !
হয়তো আমাদের বৈজ্ঞানিকদের অজান্তেই এমন ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে !
সকালে !

LAMBU-MOTU & FRAUD SWAMI
ভোর হওয়া পর্যন্ত্য চীফ আর বিক্রম তর্কে মেতে রইল !
পৃথিবীতে অবস্থিত অন্তরীক্ষ কেন্দ্র থেকে পৃথিবী আর অন্তরীক্ষের মধ্যে এমন ক্ষেত্রের নির্মাণ করা যেতে পারে আর মেসেজ সেই জায়গা হয়ে আবার স্যাটেলাইট দ্বারা পাঠানো যেতে পারে !
হতে পারে ! এই ব্যাপারে অন্তরীক্ষ বিজ্ঞানীরা আরও ভালো বলতে পারবেন !
আমি আমাদের অন্তরীক্ষ কেন্দ্রে যেতে চাই !
তুমি এখুনি ওখানে পৌঁছও... আমি ডঃ ভীরাভাইকে খবর পাঠাচ্ছি !

আমার অনুমানই হয়তো ঠিক !
বিক্রম মাল-পত্র বেঁধে নিল !
কাগজ পড়েছ ? লোকেরা চাইছে, কোন বিপদ আসার আগেই নেতারা কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিক !
আমি আসল ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করছি !
আমি তোমার ওপরে বিশ্বাস করি... তবে সাবধান থেকো !

আমি যাচ্ছি ! চীফের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো আর চিন্তা কোর না !
নিজের খেয়াল রেখো, ভিকী !
বিক্রম গ্রেট স্পেস সেন্টারের দিকে উড়ে চলল !
জি.এস.সি.-র ডায়রেক্টর ডঃ ভীরাভাই বিক্রমকে স্বাগত জানালেন !
স্বাগতম, মি. বিক্রম !

বিক্রম সোজাসুজি কাজের কথায় চলে এল।
এই মেসেজটা কোথা থেকে আসছে?
এরিস প্ল্যানেটোরিয়াম থেকে!

ডঃ ভীরাভাই! পৃথিবী আর অন্তরীক্ষের মধ্যে কি কোন মানব-নির্মিত চুম্বকীয় ক্ষেত্র গড়ে তোলা সম্ভব?
হয়তো... কিন্তু তাহলে বায়ু যাতায়াত আর রেডিও প্রসারণ বিঘ্নিত হত!

ধরে নিন, এমন কোন জায়গা, যেখানে বায়ু-যাতায়াত আর রেডিও প্রসারণ হয় না!

MAHABALI SHAKA & THE BLOODY HILL

ডঃ ভীরাভাই বিক্রমের প্রশংসা করলেন, কিন্তু উনি এমন কোন সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে দিলেন! কোন দেশের কাছেই এমন উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা নেই, যার দ্বারা ওরা এমন ক্ষেত্র বানাতে পারে!

শক্তি আর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার লোভে কোন দেশ এটাকে গোপনও তো রাখতে পারে!

না! পৃথিবীর সব দেশগুলো পরস্পরের সঙ্গে জ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যা বিনিময় করে!
তার মানে, কোন আণ্ডারগ্রাউণ্ড সংগঠন এসব করছে!

হতে পারে! আমাদের এক বৈজ্ঞানিক এমন এক বীম তৈরী করেছেন, যেটা অন্তরীক্ষে যে কোন চুম্বকীয় ক্ষেত্রের খোঁজ লাগাতে সক্ষম!

তাহলে আমাদের এখুনি সেটার ব্যবহার করা উচিত!
নিশ্চয়ই!

বিক্রম আর ডঃ ভীরাভাই অত্যাধুনিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষে এলেন, যেখানে এক বিশাল রাডার স্ক্রীনে একটা বীম পৃথিবীর কাছাকাছি অন্তরীক্ষের স্ক্যানিং করছিল!
কোন সিগন্যাল নেই! আপনার তথ্য হয়তো ভুল!

হঠাৎ!
দেখুন... ওটা কিসের চমক?
আশ্চর্য্য! আমি দেখছি!
ওটা কি?

AGNIPUTRA-ABHAY & A.C.CURRENT

বেশ কিছু অন্তরীক্ষ বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ-কক্ষে চলে এলেন!
রাডারের এই চমকটা হাওয়ার কোন ক্ষেত্রের হবে হয়তো!
না! এটা শূণ্য আর অপ্রাকৃতিক!

হুম! তদন্ত করে দেখতে হবে!
আপনি কি ওর ভৌগোলিক অবস্থান বলতে পারবেন?

বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন!
ল্যাটিচুড কি?
এই জায়গাটা ভারতের থর মরুভূমির ওপরে!

হঠাৎ রাডার থেকে চমক গায়েব হয়ে গেল!
স্যার! চমক গায়েব হয়ে গেছে!

সবার দৃষ্টি রাডার স্ক্রীনের দিকে ঘুরে গেল!
ওটা নিশ্চয়ই পরিবেশে শক্তিশালী তাপ-বিকীরণের কারণে বায়ু-রহিত ক্ষেত্র হবে!

বিক্রম বিদায় নিল!
অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার!
বিক্রম! আমার এখনও মনে হয় যে, আপনার ধারণা ভুল ছিল!

বিক্রম হেড-কোয়ার্টারে ফিরে এল!

চীফ! বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত... কিন্তু আমি রাজস্থান যেতে চাই!

বিক্রম চীফকে সব খুলে জানাল, ও যা কিছু জি.এস.সি.-তে দেখেছিল!
নিজের সঙ্গে রেণুকেও নিয়ে যাও... ও একজন দক্ষ পায়লট!
ধন্যবাদ, চীফ! আমি মনে করি যে, আমার ধারণাই ঠিক!

এই ফাঁকে, জেনেভাতে উত্তপ্ত তর্কাতর্কি চলছিল।
আমাদের যাতায়াত টি.ভি.-তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে জাহাজের কিছুই হয়নি!
হয়েছিল? ওগুলো সবার চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে গেছিল!
বৈঠকে কোন মতৈক্য হল না!
রাজী হয়ে যাওয়া উচিত?
এর অর্থ হল যে, অন্তরীক্ষবাসীরা আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে পারে!

এদিকে, বিক্রম আর ওর সেক্রেটারী রেণু একটা ছোট প্লেনে চেপে রাজস্থানের দিকে রওনা হল!

চাচা চৌধুরী আর স্বেচ্ছাচারী রাকা

রেণু এক দক্ষ পায়লট আর ও বিক্রমের এই ধরনের অভিযানে সর্বদা পাশে থাকে।
স্যার! আমরা শীঘ্রই সমুদ্রতল থেকে 5000 ফুট উঁচুতে থর মরুভূমির ওপর দিয়ে উড়ব! আমি কি উচ্চতা কম করব?
না... এতটাই রাখো!

বিক্রম নীচে মরুভূমির ওপরে দৃষ্টি ফেলল!
আমি এটাও জানি না যে, কি দেখব?

কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্রও নেই!

একটু দূরে বিক্রম বালির টিলা দেখতে পেল!
ডান দিকে, 1500 ফুট নীচে নামো!

প্লেন নীচে নেমে এল!
এই সব বালির টিলা প্রাকৃতিক... কিন্তু ওগুলোর মধ্যে একটাকে একটু বড় দেখাচ্ছে! তুমি কি আমাকে এই জায়গাটার অবস্থান জানাতে পারো?

রেণু নিজের ডান পায়ের কাছে রাখা মানচিত্র দেখল!
এই জায়গাটার অবস্থান সম্ভাব্য হাওয়ার ক্ষেত্রেরই মত!
ফিরে চল... রাতে আবার আসব!
রাতে!

পিঙ্কী আর স্পোর্টস ক্যাম্প

বিক্রম আর রেণু তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে নিয়ে একটু বিশ্রাম করল!
আমাকে সাতটার সময় জাগিয়ে দিও!
ও.কে.!

কিন্তু বিক্রমের চোখে ঘুম ছিল না!
যদি সত্যিই এমন কোন ক্ষেত্র থাকে, তাহলে রেণুকে ওখানে যাওয়া থেকে আটকাতে হবে... নয়তো আমরা শেষ হয়ে পড়ব!

আটটার সময় বিক্রম আর রেণু আবার মরুভূমির ওপর দিয়ে উড়ে চলল!
আশা করি যে, তুমি রাতে প্লেন চালাতে অভ্যস্ত!
আমি উপকরণের সাহায্যে ওড়াতে পারি!

ওরা বালির একটা টিলার কাছে এল!
উচ্চতা 155 ফুট, আমরা বালির টিলার কাছে!

সেটা ছিল এক তারাভরা রাত!

মরুভূমি সম্পূর্ণ শান্ত ছিল!
ঐ বালির টিলার ওপরে আকাশ একদম অন্ধকার! কোন তারা নেই!
বড়ই অদ্ভুত!

রেণু প্লেনকে টিলাটার চারপাশে ঘোরাল!
কোন তারাই দেখা যাচ্ছে না!

এটা হচ্ছে ঠিক সেই জায়গা, যেটার ব্যাপারে জি.এস.সি.-র বৈজ্ঞানিকেরা রাডার স্ক্রীনে চমক দেখার পরে জানিয়েছিল!
এর কি কোন বিশেষত্ব আছে?

এটা হচ্ছে মানব-নির্মিত ক্ষেত্র!

বিক্রম আর রেণু হোটেলে ফিরে এল।
সকাল পর্যন্ত বিশ্রাম কর... কাল সকালে উটের সওয়ারী করব!
ওহো... দারুণ মজা হবে!

রেণু নিজের রুমে গিয়ে পোশাক পাল্টাল!

আলো নেভাতে গিয়ে ওর দৃষ্টি বাইরের দিকে গেল।
মনে হচ্ছে, কেউ আমাদের ওপরে নজর রাখছে!

TAUJI & THEFT OF TAJMAHAL

ও বিক্রমের রুমের দরজায় নক করল!

বিক্রম ঘুমোতে যাচ্ছিল।
কে এল?

ও দরজা খুলল!

ওরা দুজনে রেণুর রুমের ব্যালকনীতে এল!

বিক্রম এগিয়ে গিয়ে আগন্তুকের ওপরে জোরে ঘুঁষি মারল!

ও অন্য লোকটার মাথায় আঘাত করল! দুজনে ধড়াম করে নীচে গিয়ে পড়ল!
কারা ওরা?

বিল্টু আর ফাস্ট ফুড

বিক্রম আর রেণু ছুটে লনে পৌঁছল, কিন্তু ওখানে ওরা কাউকেই দেখতে পেল না।
এর মানে, আরও লোক ছিল!
ওরা কারা ছিল?

হয়তো এরিস প্ল্যানেটেরিয়ামের বাসিন্দা!

ওরা নিজেদের রুমে ফিরে এল।
তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে!
আমার একা থাকতে ভয় করছে!

রেণু, বিক্রমের বিছানায় শুয়ে পড়ল আর বিক্রম চেয়ারে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।
ওরা কারা ছিল?

পরের দিন সকালে রেণু আর বিক্রম উটের পিঠে চেপে মরুভূমির সফর শুরু করল।
ঐ বালির টিলা পর্যন্ত পৌঁছতে কতক্ষন লাগবে?
আরও চার ঘন্টা!

মাথার ওপরে সূর্য্য তাপ ছড়াচ্ছিল!
ঐ ধূলো কিসের?
ধূলোর ঝড় তো মনে হচ্ছে না!

হঠাৎ ওরা বেশ কিছু উটকে দেখতে পেল!
এবার আর আমরা একা নই!

রেণু আর বিক্রম রাস্তা বদলাল!
ক্যুইক! আমরা ওদের আগে যেতে পারি!

পেছু নেবার সময়, পেছন থেকে একটা গুলি এসে রেণুর উটের লাগল! উট পড়ে যেতে রেণুও নীচে পড়ে গেল!
রেণুর কি হল?

ওখানে পৌঁছবার পরে ওদের চোখের পট্টি খুলে দেওয়া হল! বিক্রমের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, ওর সামনে স্বয়ং ডঃ কিং বসে আছে!

এসো, বিক্রম!

ওখানে!

ডঃ কিং মাটির নীচে ছড়িয়ে থাকা নিজের সাম্রাজ্য ওদের দেখাল।
এটা হচ্ছে সর্বাধুনিক অন্তরীক্ষ যান! তুমি এতে চাপার সুযোগ পাবে!
তুমি কি বলতে চাও?

আমি তোমাদের এই যানে বসিয়ে অন্তরীক্ষে পাঠিয়ে দেব আর আমি পৃথিবীর বাদশাহ হয়ে ওঠার পরই ফিরিয়ে আনব!
এসব পাগলামী!

ঠিকই বলেছ! আমার সফলতার জন্য প্রার্থনা কর... নয়তো সারা জীবন অন্তরীক্ষেই ঘুরে বেড়াবে!

বিল্লু-ক্যাচ আর কোচ

বিক্রম আর রেণুকে অন্তরীক্ষ যানের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল।
আমি তোমাদের ক্ষুধার্ত রাখব না... যানের ভেতরে পর্যাপ্ত আহার রয়েছে!

মুখ্য কেবিনে!
যান সেই ক্ষেত্র দিয়ে যাবে, যেটাকে তুমি ঠিক চিনতে পেরেছিলে... বিদায়!

ডঃ কিং যান থেকে বেরিয়ে এল!

সেই বালির টিলাটা আসলে এক স্টীলের তৈরী এক বন্ধ স্যাটেলাইট কেন্দ্র ছিল। ওটা খুলে যেতেই অন্তরীক্ষ যানকে দেখতে পাওয়া গেল।

উল্টো গোনা শুরু হল।
পাঁচ-চার-তিন-দুই-এক!

বিক্রম আর রেণুকে অন্তরীক্ষে ছেড়ে দেওয়া হল! ডঃ কিং দ্বারা নির্মিত চুম্বকীয় ক্ষেত্রের কারণে পৃথিবীর লোক এসব কিছুই জানতে পারল না!
যানে!

PRAN
SONY-SAMPAT
ONE WAY TRAFFIC
অন্তরীক্ষ যানের ভেতরে!
বিক্রম... আমরা মরতে চলেছি!
এই পেশায় এসব হতেই থাকে! তুমি কফি বানাও!

রেণু কফি বানাল! হঠাৎ দরজা খুলে গেল আর এক বৃদ্ধ ভেতরে ঢুকল!
মনে হচ্ছে, ঠিক সময়েই এসেছি!

বিক্রম আর রেণু বৃদ্ধকে দেখতে লাগল।
আমি অন্তরীক্ষ বৈজ্ঞানিক ওটো হেনরিচ, মি. বিক্রম!
আপনি এখানে কি করছেন?

এই প্রোজেক্টের জন্য আমাকে অপহরণ করা হয়েছিল! আমি বাইরে বেরোতে পারিনি! তখনই আমি দেখি যে, অন্তরীক্ষ যান চালু হয়ে পড়েছে... আমি নিজেকে ক্যাপসুলে লুকিয়ে নিয়েছিলাম!
কিন্তু মি. হেনরিচ! এটা তো আত্মহত্যার সমান!

বৃদ্ধ হাসল!
না, বন্ধু! এই যান আমার তৈরী আর আমি একে নিয়ন্ত্রণ করে সবাইকে সুরক্ষিত ভাবে পৃথিবীতে নিয়ে যেতে পারি!

চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবের কি হবে?
ওটাকে একটু পরে কয়েক ঘন্টার জন্য সুইচ-অফ করে দেওয়া হবে! নয়তো সূর্যের কিরণের এক নির্দিষ্ট কোনে চলে এলে ওর বীমে চমকের সৃষ্টি হবে!

ওটা বানাতে ডঃ কিং কি করে সফল হয়ে উঠল?
ওটা ও অন্য এক বৈজ্ঞানিকের সহায়তায় বানিয়েছে! ওটা একটা বীমের প্রোজেকশন থিওরীর ওপরে আধারিত! যাতে পরিবেশে বায়ুরহিত ক্ষেত্রের নির্মাণের জন্য ওজোনকে নষ্ট করে দেওয়া হয়!

হঠাৎ যানের এক কোনে লাগানো লাল আলো জ্বলে উঠল!
কিং ঐ ক্ষেত্রকে অফ করে দিয়েছে... এখন আমরা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি!

ওদিকে, সতর্কবাণীর শেষ তারিখ কাছে চলে আসায় জেনেভাতে বিশ্ব-নেতারা সংশয়ে পড়ে গেলেন! হেনরিচের পাঠানো মেসেজ বিশ্বের সমস্ত অন্তরীক্ষ কেন্দ্র রিসীভ করল!
একটা অন্তরীক্ষ যান পৃথিবীর দিকে আসছে!
ঐ যানকে ধ্বংস করার জন্য পরমাণু হাতিয়ার তৈরী রাখো!
কি হবে?

বিক্রমদের যানের ওপরে হামলা করার জন্য রকেট প্রস্তুত !

ওরা ভুল করে আমাদের এরিস প্ল্যানেটোরিয়ামের বাসিন্দা মনে করছে আর আমাদের ধ্বংস করতে চাইছে !
আপনি কি ভারতের জি.এস.সি.-র সঙ্গে আমার যোগাযোগ করাতে পারেন ?

জি.এস.সি.-র সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ স্থাপিত হল !
র'-য়ের চীফকে বলুন যে, এই যানের ওপরে যেন পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগ না করা হয় !

PRAN
RAMAN & ROCKET

বিক্রমের চীফ ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন !
স্যার ! এই যানে আমাদের এজেন্ট বিক্রম রয়েছে ! পরমাণু শক্তিসম্পন্ন দেশগুলোকে ওর ওপর হামলা করা থেকে আটকান !

ভারতীয় প্রতিনিধি জেনেভার সভায় ঘোষণা করলেন !
ভদ্রমণ্ডলী ! আমাদের এজেন্ট বিক্রম হয়তো এরিস প্ল্যানেটোরিয়ামের রহস্য জেনে গেছে ! এরিসের রহস্য নিয়ে ও ভারত মহাসাগরে নামতে চলেছে !

হাততালির মধ্যে ঘোষণাকে স্বাগত জানানো হল !
নিজেদের পরমাণু কেন্দ্রকে যানের ওপরে হামলা করতে মানা করুন !

বিক্রম, রেণু আর হেনরিচ নীচে নামার আগে সীট বেল্ট বেঁধে নিল !

হেনরিচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অন্তরীক্ষ যান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করল !

ভারত মহাসাগরে আগে থেকেই অপেক্ষা করতে থাকা ভারতীয় এয়ারক্র্যাফ্ট কেরিয়ারের কাছে যান এসে নামল !
তারপর !

প্রাণ
পিঙ্কী আর টেলিফোন

হেনরিচ, বিক্রম আর রেণুকে এয়ারক্র্যাফ্ট কেরিয়ারে নিয়ে আসা হল, যেখানে র'-য়ের চিফ ওদের অপেক্ষায় ছিলেন !
তুমি ঠিকই বলেছিলে, বিক্রম ! এই সব মেসেজ স্যাটেলাইট দ্বারাই পাঠানো হচ্ছিল !

র' প্রমুখ রাষ্ট্রপতির কাছে ডঃ কিং-য়ের ডেরার ওপরে হামলা করার অনুমতি চাইলেন !
ঠিক আছে, স্যার ! আমি লড়াকু বিমানের দল আর প্যারাট্রুপার্স পাঠাচ্ছি !

লড়াকু বিমান উড়ে চলল !

ডঃ কিং বুঝে গেছিল যে, বিক্রম আরও একবার ওর প্ল্যান ভেস্তে দিয়েছে !
পালানোই উচিত !

ডঃ কিং জেট ইঞ্জিনে চলা একটা ছোট রকেটে উঠে বসল !
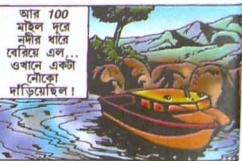
আর 100 মাইল দূরে নদীর ধারে বেরিয়ে এল... ওখানে একটা নৌকো দাঁড়িয়েছিল !

ডঃ কিং ওপর দিয়ে উড়তে থাকা লড়াকু বিমানগুলোকে দেখল !

কয়েক মুহূর্ত পরে !
আমার স্যাটেলাইট স্টেশন ধ্বংস হয়ে পড়ল ! পরের প্ল্যান বানাবার আগে এই বিক্রমের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে !

পৃথিবীর বিপদ কেটে গেল ! র' মুখ্যালয়ে বিক্রমকে জোরদার স্বাগত জানানো হল !
সমাপ্ত

অগ্নি
অগ্নি আর এক যুবতী... যাকে ও উগ্রবাদীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে... এক লম্বা সফরের পরে বিশ্রাম করছিল! তখনই...!
অগ্নি! ঐ লোকটাকে অন্ধকারের প্রভু আমাকে মারার জন্য পাঠায়নি তো!
চুপ কর! ও হচ্ছে জাদু সম্রাট কালী! ও পাগল হতে পারে, কিন্তু ও মহাশক্তিশালী!
পাগল? ঐ মেয়েটার মুখে শয়তানের চিহ্ন আছে! সাবধান!
© 2002 colorchipsindia.com
অগ্নি! মনে রেখো... যে তলোয়ারটা তোমার কাছে রয়েছে, সেটা আমিই তোমাকে দিয়েছি!
আর আমি এখন তোমার পেছনে চলার জন্য বাধ্য আর তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেও!
অগ্নি! পেছনে দেখো! আমি ঠিকই বলেছিলাম!
বোকার দল! আমার হাতে তলোয়ার দিয়ে দাও আর তোমরা শীঘ্রই মুক্ত হয়ে পড়বে... বেশী যন্ত্রণাও হবে না!
এই মেয়েটা তো ভয়ানক!
আজ আমি তোমার রক্তে নিজের তৃষ্ণা মেটাব! আহ!
তারপর তোমার পালা আসবে, কালী! আজ ভালো খাবার পাব!
না! পেছনে সর!
তোমার তলোয়ার অন্য কোন কাজে আসবে! এখানে আমিই যথেষ্ঠ!

ZAP!
র!
একে ধন্যবাদ জানাও... এ আমাদের বাঁচিয়ে নিয়েছে !

এসো অগ্নি ! আমাদের আর দেরী করা উচিত নয় ! আমি একা দীর্ঘদিন ধরের পাপের সঙ্গে লড়ে আসছি !

তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমি তোমাকে সাহায্য করব ! তুমি সব কিছু পাবে !

আমি তোমাকে ধ্রুবর খুনীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি !

নিজের চোখে দেখো ! তুমি স্বপ্নেও এত কিছু দেখোনি !

এসব তোমার হাতে পারে !
বুড়ো ! তোমার জন্য আমি কেন নিজেকে বিপদে ফেলব ? এসব এখনও আমার হতে পারে !

আহ ! এসব কি শয়তানী ?

এ কি শয়তান নিজে ?

অগ্নি ! এখন আর তোমার কাছে কোন বিকল্প নেই ! পাপকে তোমাকে শেষ করতেই হবে ! এটাই তোমার নিয়তি !

শ্বাস বন্ধ করে রাখো, কালী! আমি আগ্রহী নই!
তোমার সাহায্য ছাড়াও আমার করার অনেক কিছু আছে!
বিদায়, কালী! আবার দেখা হবে!
অগ্নি! তুমি এত সহজে মুক্তি পাবে না!

আমি তোমার জেদের প্রশংসা করি! আরে... আমার ঘোড়ার কি হল?

এতো মারা গেছে! এটা কি তোমার কাজ?
না... এতে আমার কোন হাত নেই!

এটা পাপের কাজ! যতদিন তোমার হাতে এই তলোয়ার আছে আর অন্ধকার কায়েম আছে, ততদিন তোমার হাতে এই কালো চিহ্ন থাকবে!
কি হবে?

কিন্তু এই তলোয়ারটা কি?
যে কোন জীবিত বস্তুকে যদি তুমি নিজের হাতের তালু দিয়ে স্পর্শ কর, সে তখুনি মারা পড়বে!

মহাশক্তিশালী তলোয়ার, যেটা স্বর্গ থেকে পড়েছিল... যার ওপরে স্বয়ং পাপ কালো ধাতু চড়িয়েছিল! ওতে ঘৃণা জড়ানো আছে আর যন্ত্রণা হচ্ছে এর অভি অঙ্গ!
ওটা দিয়ে, ও তিন ভুবনের ওপরে রাজত্ব করতে চেয়েছিল!

মধ্য দেবতারা আমাদের চারজনকে পাঠিয়েছিল... যারা কালো আর সাদা... দুটো বিদ্যাতেই নিপুণ! তিনজন নেই... এখন শুধু আমি একা!

কয়েক যুগ অনুসন্ধানের পরে শেষ পর্যন্ত আমি পাপের গুহা আর ওখানে ছেয়ে থাকা অন্ধকারকে খুঁজে পেয়েছি!

... এই তলোয়ার! এর নিজের অন্ধকার এই গুহার অন্ধকারকে গিলে নিচ্ছে!

এবার এই তলোয়ারই পাপের শেষের কারণ হয়ে উঠবে! আমাকে তোমার হাতকে ঢাকতে দাও, যাতে পাপের প্রভাব কম হতে পারে!

আহ! আমরা যেখানেই থাকি না কেন, মৌজ-মস্তি আর আনন্দ সব জায়গাতেই থাকে!

মাতাল কোথাকার! মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় যে, আমাদের সব প্রচেস্টাই ব্যর্থ হবে না! ঐ লোকটা একলা... ওকে আমাদের সাহায্য করা উচিত!

এসো বুড়ো! আমাদের ঝামেলায় না জড়ানোই ভালো! লড়াই করার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আর ও একাই ভালো লড়ছে!

মূর্খের দল! তোমরা এক মরা সাপকে মারতে পারো না!

ঐ আওয়াজটা... সর্বদা ফিরে-ফিরে আসে!

মাঝে-মাঝে আমি ভাবি যে, আমি এত চিন্তা কেন করি? যাকগে, আমার কসরতের দরকার!

মারুতি! তুমি কোনদিনও নিজের মুখের বদলে হাত দিয়ে লড়তে শিখবে না! তোমাকে কি বাচ্চাদের মত করে শেখাতে হবে?

তোমাকে আবার দেখে খুশী হলাম, অগ্নি!

আমি দুঃখিত যে, আমি তোমার জন্য এটা করতে পারি না! এবার তুমি নিজের মুখ বন্ধ রাখো আর তোমাকে সাহায্য করতে আমার সহায়তা কর!

অবশেষে! আমি তো ভেবেছিলাম যে, এসব শেষই হবে না! এসব কি ছিল, মারুতি? যাকগে যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে!

বড় অদ্ভুত কিছু অগ্নি!

এই ফাঁকে, অন্ধকার গুহায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল!

আমি ওদের মুখের ব্যাপারে এমনই এক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলাম! ওরা সেটাকে বুঝতে পারেনি! বাদ দাও... আমি তোমাদের কাছে ঋণী আর সেই ঋণ শোধ করার জন্য আমাকে তোমাদের সঙ্গে আসতে যাও!

আমি এখানে কারো উপস্থিতি অনুভব করছি... বিপদের সংকেত! যাও আর কাউকে এখানে থেকে বেরোতে দিও না! ভুল করলে তুমি মরবে... ধীরে-ধীরে!

লা-লা!
অগ্নি! তোমার এই বন্ধুটা যথেষ্ঠ ইচ্ছুক মনে হচ্ছে! তুমি একে কত দিন ধরে চেনো?
অনেক দিন ধরে! কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে, এ মারা গেছে! শেষবার আমি একে চুড়ো থেকে ঝুলতে দেখেছিলাম!
আর ও তোমাকে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সব কিছু জানিয়েছিল!
আমি অবাক হয়ে উঠেছি যে, এ বেঁচে কি করে গেল? এ কিছুটা শান্ত হলে প্রশ্ন করব! এ এমন চেঁচাচ্ছে যে, মরা মানুষও জেগে উঠবে!
মনে হচ্ছে, এ জাগিয়েই দিয়েছে!
আ ঈ ঈ!
অন্ধকারের বাসিন্দারা অগ্নি আর ওর সাথীদের ধরে নিয়েছে!
কালী... মারুতি... দেখো! উহ!
তুমি দেখতে বড় কুৎসিত! কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি নিজের কাজ ভালো করে জানো!
অগ্নি আর ওর সাথীদের ওপরে অন্ধকারের বাসিন্দারা হামলা করল!
যন্ত্রণার চীৎকার আমাকে এটা জানাচ্ছে যে, তুমি শুধুমাত্র কল্পনা নও! এমন পরিস্থিতিতে...!
আমি তোমাকে চীৎকার করার জন্য ভালো কিছু দেব!
কালী! তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো! আমাকে আর বুড়োকে এই নিশাচরের মুখোমুখি হতে দাও!
আমার সঙ্গে বাচ্চাদের মত ব্যবহার কোর না! তুমি নিজের সমস্যা সামলাও!
ওরা পঙ্গপালের মত অসংখ্য!
বাঁচাও!
আমি নিজের সমস্যা সামলাব!
তাই কি?

এক ডানাওয়ালা নিশাচর মারুতিকে নিজের লক্ষ্য বানাল !
মারুতি !
ঠিক করে ধরে রেখো, মারুতি ! আমি আসছি !
দাঁড়াও, নিশাচর !
মনে হচ্ছে, আমাদের ওপরে ওদের আগ্রহ শেষ হয়ে পড়েছে !
এমনটা করার জন্য ওদের তৈরী করতে অনেক মেহনত করতে হয়েছে ! মারুতি... আমার মনে হয়, তোমার ফিরে যাওয়া উচিত !
কেন ? আমরা এক সঙ্গে অনেকবার লড়াই করেছি !
ঠিক আর প্রতি বার আমি তোমাকে বাঁচিয়ে এসেছি !
মতপার্থক্য !
এভাবে আর কখনো আমাকে অপমানিত কোর না !
ছেলেমানুষী বন্ধ কর !
বাকী কাজ সারার জন্য আমাদের তিনজনের এক হয়ে থাকাটা অত্যন্ত জরুরী !
ঠিক আছে, মারুতি ! তুমি আমাদের সঙ্গে আসতে পারো ! তবে, তোমাকে সাবধান হয়ে থাকতে হবে আর মদ এক ফোটাও নয় !
রাতে বৃষ্টি শুরু হল !
ওহো ! মনে হচ্ছে, ঈশ্বর নিজের মজার জন্য আমাদের ডুবিয়ে দিতে চাইছে !
আমি চাই... !
হে ঈশ্বর ! দেখো !
মাটির তলা থেকে মৃত ব্যক্তি বেরিয়ে আসছে !

অন্ধকারের প্রাণী! মরেও মৃত নয়! নিজের ঘুম থেকে জেগে উঠল!
অগ্নি! কি করা উচিত? মাটির নীচ থেকে একটার-পর-একটা বেরিয়ে আসছে!
আমি মারুতির আগে এমন দানবদের সঙ্গে লড়েছি আর তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি!
আগে থেকে মৃতদের মারা...!
...সহজ নয়!
ওদের সঙ্গে লড়ে আমরা নিজেদের মৃত্যুকে দূরে সরাতে পারি, কিন্তু ওদের মারতে পারি না!
মূর্খ মারুতি! তুমি একবার ভুল করেছ! ভবিষ্যতে সাবধান থেকো!
অগ্নি! যা হবার হয়ে গেছে! আমি এসবের থেকে বাঁচার রাস্তা খুঁজে নিয়েছি!
দৈত্যের চোখ আমার কাছে ছুঁড়ে দাও! ঐ জাদু-পাথরটা আমাদের বাঁচার শেষ আশা হতে পারে!
আমি ঐ পাথরটার সাহায্যে সূর্য্যের আলোকে ঘুরিয়ে দেব, যাতে চমকের সৃষ্টি হবে!

ওটা যথেষ্ট প্রভাবশালী হওয়া উচিত!
দেখো... আলো কি ভাবে কুয়াশা আর অন্ধকারের ঐসব প্রাণীদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে!
অগ্নি! এবার আমাদের বন্ধুর কাছে যাওয়া উচিত! পরে হয়তো ওর অভাবে আমাদের পস্তাতে হতে পারে!
মারুতির এখানে আসাটা উচিত হয়নি!
কিন্তু...!
অগ্নি! আমি ফালতু নই! আমি বলেছিলাম যে, আমাকে মারাটা এত সোজা নয়!
মারুতি! তুমি বেঁচে আছো? কিন্তু কি করে?
আমি যখন চূড়োয় গেছিলাম, তখন আমি রক্তে ভিজে উঠেছিলাম... এই পাথরে ধাক্কা খেয়েছিলাম!
সেই যন্ত্রণা আমি এখনও ভুলিনি! কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি! তুমি কি করে জানবে যে, সেই যন্ত্রণার সঙ্গে আমি কয়েকটা সপ্তাহ কি করে কাটিয়েছি?
প্রতিটা লড়াই আমার
আভ্যন্তরীন যন্ত্রণা ছেড়ে যায়... কিন্তু আমি মরি না! অগ্নি... বাহাদুরের মত বেঁচে থাকাটা বড় মুশ্কিল, কিন্তু তুমি সর্বদা বাহাদুরের মত মরতেও পারো না!
কিন্তু আমি আশা
ভাবই আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠবে!
সকাল হতেই সবাই নিজেদের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল! শীঘ্রই ওরা অন্ধকারের রাজ্য শিকাস্তে পৌঁছে গেল!
কঠোর পাহাড়! রাস্তা আমাদের পাথরের দিকে কেন নিয়ে যাবে?
দাঁড়াও, অগ্নি! এখানে শুধু শক্তিতে কাজ হবে না... আরও অনেক কিছু চাই!

এই ঝুঁকি আমরা নিজেদের পেশায় ওঠাই! এজন্যই হয়তো বেশী লোক এই পেশায় আসে না!
আমি কখনো জাদুর ওপরে ভরসা করিনি, কালী! বেশ কিছু শক্তি নিজেদের কাজ করছে!
এবার তোমার পালা!
উঁহ! আমার মনে হচ্ছে, এটা খুলছে! হ্যাঁ... এটা খুলছে!
গুহায় ঢুকতেই ওদের নাকে এক তীব্র গন্ধ এসে ঢুকল!
কিছু পচছে!
মৃত্যুর দুর্গন্ধ!
না! মৃত্যুর গন্ধের থেকেও ভয়ানক! সাবধান থেকো!
অগ্নির সতর্কবাণী ঠিকই ছিল!
তারপর!
HHSSS!
আহ!
দাঁড়াও! এবার আমার পালা!
যা করতে চাও, তাড়াতাড়ি কর!
সৌভাগ্যবশতঃ তুমি ঠিক সময়ে এসেছ, মারুতি!
বন্ধু! আমি এতটাই করতে পারতাম! যতই হোক, তুমি আমাকে অনেকবার বাঁচিয়েছে!
কিন্তু বিপদ এখনও কাটেনি!
SCREE!
ZAP!!
অন্ধকার... দূর হও!
অগ্নি! তোমাকে মানতেই হবে যে, জাদুর একটা লাভও আছে!
দেখো... জীবনের কুয়ো!
জীবন... এখানে? ঠাট্টাটা ভালোই!
এটা হচ্ছে অন্ধকারের স্থায়িত্বের রহস্য! ভেতরে জলে ভাসছে...!
কালী! এই জীবনের কুয়ো কি জিনিষ?

... অন্ধকারের হৃদয়! ওকে শেষ করতে হলে আগে একে শেষ করতে হবে!
গুর্‌র্‌র!
মনে হচ্ছে, দেরী হয়ে গেছে! মারুতি... তৈরী থেকো!
আমার চিন্তা কোর না! মনে রেখো, আমি অমর!
বুড়ো! কুয়োর ভেতর থেকে হৃদয় নিয়ে আসার সময় নেই! তাই...!
আহ! এই অনশ্বরেরও আত্মা আছে!
এটাকে পারম্পরিক পদ্ধতিতে করা যাক!
মূর্খ! তুমি কি ভাবো যে, তুমি নিজের এই অনশ্বর তলোয়ার দিয়ে আমাকে আঘাত করতে পারবে?
চেষ্টা করতে দোষ কি?
© 2002 colorchipsindia.com
তুমি বড় বাজে বক! মরার জন্য তৈরী হও!
আমি অনেকবার বেঁচেছি!
আর আমি সর্বদা বেঁচে থাকতে চাই... আহ!
দাঁড়াও, অগ্নি... আমি আসছি! অনশ্বরকে নশ্বর করে তোলার জন্য!
না, মারুতি! এ জীবনকে চুষে নেয়! তুমিও হয়তো বাঁচবে না!
আমার মনে হচ্ছে, এর মধ্যে বেশী জীবন আছে! আমার পক্ষে ভালো আহার!
এ শুধুই ভুষি! একে পরে দেখব!
আহ হ!

আমার কাছে এসো, বাচ্চা! এত ছোটর কাছে এত জীবন...!
আ ঈ ঈ!
এই ফাঁকে!
আমি দৈত্যের হৃদয়কে ওপরে আনতে সফল হয়েছি!
তোমার অসীমিত জীবনও সীমিত হয়ে পড়ে, যখন আমাদের সঙ্গে মোকাবিলা হয়!
মারুতি! আমি আসছি!
আর একটু!
অগ্নি! ওকে ভুলে যাও!
আমার কাছে হৃদয় আছে! তলোয়ার নাও আর ওটার ব্যবহার কর!
মারুতির পক্ষে এটাই ভালো হবে!
© 2002 colorchipsindia.com
ফচচাক্!
মারুতি!
মারুতি... আর এগিও না!
না, অগ্নি! আমি যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছি!
ও চলে গেল!
সমাপ্ত
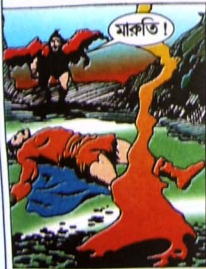
নিশা
ইন্সপেক্টর নিশা গ্রাউটিতে ছুটির মজা ওঠাচ্ছিল!
ইন্সপেক্টর নিশা বলছি!
নিশা! আমি সি.বি.আই. অফিসার বিবেক! তুমি যখন নিজের হোটেলে ফিরবে, তখন আমি তোমাকে কিছু জানাব! আমার ফোনের অপেক্ষা কোর!
ঠিক আছে! পরে কথা হবে!
জিমী! মনে হচ্ছে, আমাদের ছুটী শেষ হয়ে এসেছে!
এক আগন্তুক নিশার জন্য অপেক্ষা করছিল!
ছুটীটা বেশ মজায় কাটল! তাই না, জিমী?
আমি ভাবছি, বিবেক কি বলতে চায়?
গজানি বন্ধ কর!
CRASH!
WOOF WOOF WOOF WOOF
ভৌ-ভৌ-ভৌ!
GGRRR
অনুপ্রবেশকারী! ও কি চাইছিল? চল জিমী, স্হানীয় প্রশাসনে রিপোর্ট লিখিয়ে আসি!
continued

এখুনি এক অচেনা লোক এখানে এসেছিল! হ্যাঁ... আমি ঠিক আছি... তুমি কি বলতে চাইছিলে?

আমরা আন্তর্জাতিক স্মাগলার ডাঙ্গ-য়ের খোঁজ করছি! দু দিন আগে আমরা এই কেসটা তোমার হাতে দেবার ফয়সালা করেছি!

লোটাস বারে যাও! পাণ্ডিচেরীতে যে কেউ ওঁর ঠিকানা বলে দেবে! ওখানে তুমি মিস্টার রফিকের দেখা পাবে! উনি তোমাকে সব কিছু বলবেন, উনি তোমার সঙ্গেও যাবেন! গুড লাক!

continued

হাত ওপরে তোল !
কিছু একটা করতে হবে !
য়া-য়া-য়া ! YYAAA
© 2002 colorchipsindia.com
আমার সঙ্গে লড়তে এসো না !
রফিক ! কেমন লাগল ?
ইন্সপেক্টর নিশা ! ওটা দারুণ ছিল !
তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দ পেয়েছি, রফিক ! এ হচ্ছে জিমী !
তুমি তাহলে আমার পরীক্ষা নিচ্ছিলে ?
আমি স্বীকার করছি যে, তুমি আমাকে প্রভাবিত করেছ !
একটু পরে !
মেঘের ভেতর দিয়ে উড়তে হবে !
তুমি তাহলে ঠাট্টাও করতে জানো ?
আমরা পূব দিকে যাচ্ছি !
continued

কিছুই দেখা যাচ্ছে না!
আমাদের মনে হয় যে, এখানেই কোথাও ডাঙ্গের ডেরা! আমাদের মনে হয়, ও নকল নোট ছাপছে!
পরে!
এই নৌকোর জন্য আপনি কত নেবেন?

রাতে!
KNOCK KNOCK

এটা কি?
সাবধানে থেকো... ওরা ভুল লোককে ভয় দেখাচ্ছে!

পরের দিন!
আমরা এসে গেছি, জিমী!

চুপ! কেউ যেন জানতে না পারে!
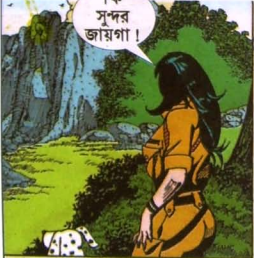
কি সুন্দর জায়গা!

কি মজার ব্যাপার... কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না!

রফিক! আমার মনে হচ্ছে কেউ আমাদের ভুল খবর দিয়েছে!

নিশা! দুটো দিন এখানে থাকো আর তারপর আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোর! ততক্ষন আমি ভাবছি, কি করা যায়?
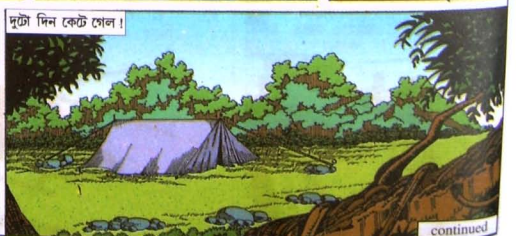
দুটো দিন কেটে গেল!

continued

মনে হচ্ছে, আমি ভুল জায়গায় এসে গেছি!
রফিককে খবর দেওয়া উচিত!
© 2002 colorchipsindia.com
ওটা কি?
কেউ প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিল!
জলের নীচেকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল!
সন্ধ্যায়!
জলের নীচে নামার এটা সঠিক সময়!
ঐ বস্তাটা কোথায় গায়েব হয়ে গেল? ওটা ছিলটা কি?
চার ঘণ্টা হয়ে গেল, কিছুই পাওয়া গেল না! আশ্চর্য্য!
আমি নিজের ইয়েজ উপকরণ এখানেই ছেড়ে যাচ্ছি! এটা এখানে হতে থাকা সব ঘটনার ব্যাপারে আমাকে জানাবে!
অবশেষে, কিছু ঘটতে শুরু করেছে!
ঐ লোকটা কোত্থেকে এল? জলের নীচ থেকে?
continued
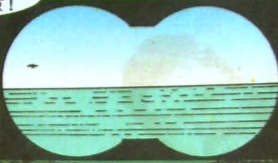
আমরা সময়ের পেছনে পড়ে গেছি!
আরও গতিবিধি!
ওরা কিছু একটা বলাবলি করছে! কাছে গিয়ে শোনা উচিত!
© 2002 colorchipsindia.com
বস চান, তুমি কিছুদিনের জন্য এই দেশ ছেড়ে চলে যাও!
কিন্তু...!
আঁচ্ছি!
তাড়াতাড়ি এসো, ওকে ধরতে হবে... ও পালাবার আগেই! ও এখানে এল কি করে?
একটা মেয়ে!
ওদের শিক্ষা দেবার সময় এসে গেছে!
এই নাও!
দাঁড়াও, আমি আসছি!
দাঁড়াও আর হাত ওপরে তোল!
continued

কে তুমি? তুমি বিরাট ঝামেলায় পড়তে চলেছ!
চুপ কর! আমাকে ফোন করতে দাও!
দারুণ, নিশা! আমি দু ঘন্টার ভেতরে আসছি!
রফিক... ওখানে!
© 2002 colorchipsindia.com
দারুণ, ইন্সপেক্টর!
ধন্যবাদ!
একটু পরে!
ডাঙ্গ কোথায়?
জানি না, তুমি কার কথা বলছ?
আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিও না! এবার মরার জন্য তৈরী হও!
দাঁড়াও!
ও জলের নীচে লুকিয়ে আছে... আহ!
র‍্যাটু-র‍্যাটু!
আহ!
নীচে শুয়ে পড়, নিশা! গুলি লাগার ভান কর!
পুরোন কায়দা হলেও সর্বদা কাজে আসে!
আশা করি!
আমাকে যেতে দাও! ভালো চিনি!
তুমি এখানেই থাকো, নীচে যাচ্ছি!
ঠিক আছে, কিন্তু রাস্তা খুঁজে পেলেই আমাকে জানাবে! আমি ততক্ষন নজর রাখছি!
শীঘ্রই দেখা হবে!
এক ঘন্টা পরে!
রাস্তা এখানেই কোথাও হওয়া উচিত! আশা করি, লোকটা ঠিকই বলেছিল! রাস্তা না খোঁজা পর্যন্ত্য আমি ফিরব না!
continued

মনে হচ্ছে, আমি এটাই খুঁজছিলাম !
তাহলে এই হচ্ছে জলের নীচের রহস্য !
বাহ ! কি দারুণ চিন্তাধারা !
© 2002 colorchipsindia.com
দ্বীপের ভেতরে এই জায়গা !
বেশ কিছু লোক ! মনে হচ্ছে, জায়গাটা ভালো করেই বানানো হয়েছে !
তাহলে আমরা এখানে থেকে কবে বেরোচ্ছি ?
মোটামুটি দশ দিনের মধ্যে, আমরা মরিশাস যাব !
প্রচুর নকল নোট !
রফিককে জানাতে হবে !
রফিক ! তাড়াতাড়ি এসে দেখা কর ! আমি রাস্তা খুঁজে নিয়েছি !
তাহলে এখন আমরা কি করব ?
আধ ঘন্টা পরে !
সবার আগে ডাঙ্গকে খুঁজতে হবে !
আমাকে খুঁজছ ?
continued

ইন্সপেক্টর নিশা আর রফিক! এবার তোমরা পেছন ফিরতে পার!
নিজেদের কবরে তোমাদের স্বাগত জানাই!
ডাঙ্গ! তুমি বাঁচবে না! আমি অফিসারদের আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছি!
© 2002 colorchipsindia.com
হয় তুমি মরবে, নয়তো বাকী জীবন জেলে কাটাবে!
তোমার কথাগুলো শুনতে ভারী সুন্দর... কিন্তু ডাঙ্গকে ধরা এত সহজ নয়!
মূর্খ মেয়ে! আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব! যাও... কুমীর তোমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে!
নিশা!
খটাক্!
আহ!
আমি তোমার ফালতু ধমকী শুনে-শুনে বোর হয়ে উঠেছি!
ডাঙ্গ! তোমাকে এর জন্য মূল্য দিতে হবে!
ডাঙ্গ... দেখো!
আহ!
থাড়!
উফ! জলের ভেতরে কুমীরের সঙ্গে লড়াই যথেষ্ঠ মুশকিল ছিল!
ডাঙ্গের কি হবে?
জোরে ছোট, এ্যালার্ম বেজে গেছে! কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা আমাদের পেছু নেবে!
continued

ভালো করে নজর রাখো, নয়তো ডাঙ্গ আমাদের সবাইকে ফাঁসীতে ঝোলাবে!
ওরা নিশ্চয়ই হাওয়ায় মিশে গেছে!
চুপচাপ এসো!
বোমা! আমাদের আর কি চাই?
নিশা! বোমাগুলো লাগাতে সাহায্য কর!
ইয়েস, ক্যাপ্টেন!
শেষেরটাও লাগিয়ে দিয়েছি! দারুণ কাজ!
তাড়াতাড়ি এসো! রাস্তা পরিস্কার!
এবার আর ও বাঁচতে পারবে না!
ডাঙ্গের কি হবে?
ওকে জ্যান্ত ধরার ইচ্ছে ছিল!
শীঘ্রই!
আশা করি, আমরা সফল হয়েছি!
আমরা কাছাকাছিই আছি!
রফিক! এই ভাবে ডাঙ্গ আর ওর বে-আইনী কাজ শেষ হয়ে পড়ল!
ইন্সপেক্টর নিশার পরবর্তী এ্যাডভেঞ্চারের জন্য পরবর্তী সংখ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন!
ক্লিং!
সমাপ্ত

ঠিক আছে... প্রাচীর ভেঙে ফেল!

প্রাণের বাজী রেখে লড়াই কর, কলিঙ্গ! প্রতিটা আঘাতের জবাব দাও!

তোমার উৎসাহ আর সাহসই আমাদের শক্তি, দেবী!

দেবী! পেছনে দেখো!

continued

তোমার মত সুন্দরীর ওপরে তলোয়ার চালাতে আমার লজ্জা করছে !
মুখের সঙ্গে-সঙ্গে হাত চালাতেও শেখো, বোকা কোথাকার !
© 2002 colorchipsindia.com
দেখো... ওরা ফেরত যাচ্ছে ! মনে হচ্ছে, আজকের মত লড়াই শেষ !
কাপুরুষের দল ! যেদিন আমার তলোয়ার অসুরের বুকে ঢুকবে, আমি সেদিন শান্তি পাব !
যতক্ষন না শহরের প্রাচীর ভেঙে ফেলা হচ্ছে, ততক্ষন পর্যন্ত্য আমরা জিততে পারব না ! প্রাচীর ভাঙার আদেশ দিয়েছ ?
দিয়েছিলাম আর আমার আদেশ অমান্য হোক, সেটা আমি পছন্দ করি না... তাও এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা, যে নিজের শহরের সঙ্গে বেইমানী করছে !
আমাকে ক্ষমা করুন, প্রভু ! আমি জানতাম না !
তুমি এখনও আমার কাজে আসতে পারো, তাই তুমি এখনও বেঁচে রয়েছ... নয়তো এতক্ষনে তোমার লাশ পড়ে থাকত !
continued
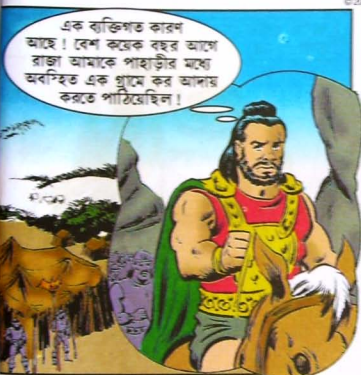
তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে উঠছ যে, এই কাজে এত সময় আর শক্তি কেন নষ্ট করা হচ্ছে ?
প্রভু ! এই দুর্গটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ! ঠিক না ?
আমার কথার অর্থ এটা ছিল না !
সৌভাগ্যবশতঃ, এটা তুমি বলেছিলে... অন্য কেউ হলে !
© 2002 colorchipsindia.com
এক ব্যক্তিগত কারণ আছে ! বেশ কয়েক বছর আগে রাজা আমাকে পাহাড়ীর মধ্যে অবস্থিত এক গ্রামে কর আদায় করতে পাঠিয়েছিল !
সফর বড়ই কঠিন ছিল... একদিন আমাদের ওপরে হামলা হল !'
এমনটা আমরা আশা করিনি ! আমি নিজের লোকেদের সঙ্গে সুরক্ষিত স্থানের দিকে পালালাম !
আমরা সোজা রাস্তায় পালালাম... কিন্তু রাস্তায় লোককে নেতৃত্ব দিচ্ছিল ঐ ডাইনী দেবী !
continued

আমার লোকেরা হেরে গেল। ওরা দেবীর হামলার মোকাবিলা করত পারল না! আহত হওয়ায় আমিও কিছু করে উঠতে পারলাম না!

আমি হয়তো ওকে ওখানেই শেষ করে দিতাম... কিন্তু আমার পায়ে চোট লেগে ছিল!

ওর তলোয়ার আমার রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিল... আমি প্রচণ্ড আহত হয়ে পড়েছিলাম, তবুও বেঁচে গেছিলাম!

'আমি জানি যে, ও ঐ দুর্গে আছে... এবার ওর মাথা... না, ওকে আমি জ্যান্ত ধরতে চাই!'

continued

ঐই ফাঁকে!
এ সব ঐ মেয়েটার জন্যই হচ্ছে!
ওর জন্যই আমরা এই বিপদে পড়েছি!
সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল হচ্ছে ও!
ভাগ্য ভালো থাকলে...!
তোমাদের হৃদয় রক্ত চাইছে, তাই তোমরা আমাদের আপন কাউকে খুন করবে! এবার ছেড়ে দিলাম, এর পরের বার আর ছাড়ব না!
কেউ ওর মাথাটা কেটে ফেলবে!
আমি এসব সহ্য করতে পারছি না! পূব দিকের দরজার মেরামত করতে হবে... এখন আর বাজে কথা নয়!
© 2002 colorchipsindia.com
ঐ সুন্দরীর রক্ষা করাটা আমার কর্তব্য!
আহ! সেটা কেমন ভাবে হবে?!
আমরা ক্ষতি করতে চাইনি, কলিঙ্গ!
যুদ্ধ সম্পর্কিত সভা!
এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক! আমরা গত 6 মাস ধরে লড়ছি!
এটাও ভোলা উচিত নয় যে, আমাদের ওপরে আকস্মিক হামলা হয়েছিল আর আমরা প্রস্তুতির সময়ও পাইনি!
আমাদের সৈন্যরা শ্রান্ত হয়ে উঠেছে!
continued

ঠিক! আগে থেকে জানতে পারলে আমরা প্রস্তুতি নিতে পারতাম!
এসব যমের জন্যই হয়েছে! ও আমাদের সঙ্গে বেইমানী করেছে! আমার মতে ওকে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো উচিত!
মন্দ বলনি, কবালী! কিন্তু এসব আমরা পরেও চিন্তা করতে পারব! এখন আমাদের অনেক কাজ রয়েছে!
© 2002 colorchipsindia.com
আমাকে রাগিও না, সোকার! তোমার কাঁচির মত জিভটার চিকিৎসার প্রয়োজন!
আমার কাছেও কিছু উপায় আছে!
আহ! আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না!
তুমি ওকে আঘাত না করায় আমি কৃতজ্ঞ, সোকার! ও জেদী হলেও একজন ভালো সেপাই!
ওকে এখান থেকে দূরে নিয়ে যাও! তীব্র মাথা যন্ত্রণার সাথে ওর দৃষ্টিশক্তিও ফিরে আসবে!
আশা করি যে, অসুরের বিপক্ষে আমরা তোমার কিছু শক্তির ব্যবহার করতে পারব!
continued

তখনই !
শ্-শ্-শ্ ! চুপ !
আহ ! ও আসছে !
তাড়াতাড়ি চল ! ডুবন্ত জাহাজে থাকার থেকে জাহাজ ত্যাগ করাই ভালো !
তাড়াতাড়ি কর ! এখনও অসুরের সৈন্যদের হাত থেকেও বাঁচতে হবে !

মরতে না চাইলে দাঁড়াও !
না, আমরা ধরা দিচ্ছি !

বাঁচতে চাইলে সব পোশাক খুলে ফেল !

কেন ?

তর্ক কোর না !

continued

প্রভু! আমাদের সৈন্যরা দুর্গ থেকে পালাতে থাকা আরও একজন কাপুরুষকে ধরেছে!
আশা করি, ওদের মধ্যে একজন মেয়ে!
না, প্রভু! সেটা নিশ্চিত হয়নি!
© 2002 colorchipsindia.com
আমার মনে হয়, দেবী এভাবে পালাবে না!
প্রভু! আমাদের এখনই অনেককে খাওয়াতে হচ্ছে!
তাহলে বন্দীদের সঙ্গে কি করব, প্রভু?
ঠিক বলেছ, ওদের চুপচাপ মেরে ফেলো! দুর্গ ছেড়ে পালাতে থাকা লোকেদের নিরুৎসাহ করাটা উচিত হবে না!
এই ফাঁকে!
দেবী!
তুমি!
সুস্বাগতম, কলিঙ্গ!
তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি! ভেবেছিলাম তুমি সঙ্গ চাইছ!
continued

সুন্দর... তাই না?
ওহো! আমি লক্ষ্য করিনি! আমি অন্য কিছু ভাব-ছিলাম!
যতই হোক্, আমি এক পেশাদার...!
তুমি কি সর্বদা যুদ্ধের কথাই চিন্তা কর?
তুমি একজন তৃষ্ণার্ত মহিলাও বটে!
© 2002 colorchipsindia.com
আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে পছন্দ কর!
তোমার এত সাহস?
আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে, যুদ্ধে না হারা পর্যন্ত্য আমি প্রেম আর বিয়ের কথা ভাবতে পারি না!
দেবী রেগে উঠেছিল!
হুঁহ... সতীপনা!
যত ইচ্ছে খাও, যম! তারপরে আমাদের কিছু কথা আছে! এখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে, তবে তার আগে দেবীর ব্যবস্থা করতে হবে!
আমি আপনার সেবা করতে চাই, প্রভু!
continued

তোমরা দুজনে একই দলে থেকে লড়ছিলে! তুমি ওকে ভালো ভাবে চেন! তুমি কি ওর এমন কোন দুর্বলতা জানো, যার দ্বারা ওকে দুর্গের বাইরে নিয়ে আসা যায়?
আমার মনে পড়ছে যে, একবার গুজব ছড়িয়েছিল...!
হ্যাঁ-হ্যাঁ বল! আমি শুনছি!
ওর এক পবিত্র প্রতিজ্ঞা আছে!
© 2002 colorchipsindia.com
ঘন্টা কয়েক পরে!
আমরা প্রভু অসুরের বার্তা এনেছি! দরজা খোল!
শীঘ্রই!
কলিঙ্গ কোথায়? আমাদের প্রভু ওর জন্য বার্তা পাঠিয়েছেন!
বল, সৈনিক! অসুর কি আত্মসমর্পন করতে চায়?
তাহলে ও কি বার্তা পাঠিয়েছে!
শক্তিশালী অসুরের আত্মসমর্পন করার কোন ইচ্ছেই নেই! কিন্তু উনি মনে করেন যে, লড়াই দীর্ঘ দিন চললে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি!
continued

উনি তোমাদের চ্যাম্পিয়নকে মুখোমুখি লড়াইতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন!
সাবধান! এটা চাল হতে পারে!
হয়তো... কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ স্বীকার করতেই হবে, সোকার!
'আমি নিজের সৈন্যদের কাছে লজ্জিত হতে চাই না!'
অসুরকে বলে দিও... আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি!
© 2002 colorchipsindia.com
কলিঙ্গ! এই চ্যালেঞ্জ অন্যদের জন্য ছিল!
পরে!
ও আমাদের চালে ফেঁসে গেছে, প্রভু!
দেবীর মত মেয়ে এত সহজে ফেঁসে গেল!
শেরপা! আমার মনে হয়, আমাদের প্ল্যান সফল হবে আর খুব তাড়াতাড়ি ও শেষ হয়ে পড়বে!
শীঘ্রই দেবী আপনার পায়ের তলায় হবে!
এর চিকিৎসা এক বিশেষ ওষুধ দ্বারা করা হয়!
এটা লাগলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আর কখনো-কখনো মারাও যায়!
দারুণ, শেরপা!
continued

লড়াইয়ের আগে চার দিকে টেনশন ছেয়ে ছিল।'
দেবী! এটা ঠিক হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না।
তর্ক না করে পরিণামের জন্য অপেক্ষা করা উচিত!
© 2002 colorchipsindia.com
তুমি এক জেদী মেয়ে... এটা একটা ভালো হাতিয়ার হতে পারে!
কি এটা? দেখতে তো খেলনা বা গয়না বলেই মনে হচ্ছে!
এর আকার দেখে লোকেরা বোকা বনে যায়... এর প্রয়োগ করে দেখো!
কি গতি!
এটাকে ঠিক ভাবে ছুঁড়লে এটা কিছু দূরে দাঁড়ানো ব্যক্তির মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারে!
খড়াম্!
সোকার! আরেকটা জাদু-উপহারের জন্য ধন্যবাদ!
continued

সৈনিক ! অসুর কোথায় ?
উনি ওখানে, দেবী !

অসুর ! আমার তলোয়ার তোর মুণ্ডু কাটার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে !

সাবধান, অসুর !

দেবী... অবশেষে !

শয়তান ! তুই ভেবেছিলি যে, তুই আমাকে হারিয়ে দিবি ! আজ সেটার ফয়সালা হয়ে যাবে !

তোর শেষ সময় কাছে এসে গেছে, অসুর !

লড়াই শুরু হল !

অসুর লাফ মারল !

দুজনে বজ্রের মতন লড়তে লাগল !
continued

শয়তান দেবী... এবার তুমি শেষ!
বাজে না বকে কিছু করে দেখাও, অসুর!
ঠিক আছে! এই নাও, ডাইনী!
হা-হা! তুমি শেষ, দেবী! এবার আমি বদলা নেব!
হঠাৎ!
না... কখনো না!
আহ!
তুমি হেরে গেছ, অসুর!
ও নিজেরই বদলার আগুনে পুড়ে মরেছে!
অসুর মারা গেছে! পালাও... নিজেদেরকে বাঁচাও!

continued

শেষ পর্যন্ত জিতেছি !
এক দারুণ জয় ! ধন্যবাদ, দেবী !

এবার আমি যাব ! কলিঙ্গ, সোকার... আশা করি, আবার দেখা হবে !

দেবী, দাঁড়াও !
ও কোথাও থামে না, কলিঙ্গ ! তোমার সর্বদা জয় হোক, দেবী... বিদায় !
ও ঠিকই বলেছে ! আমার আরও কিছু দায়িত্ব আছে ! আমাদের আবার দেখা হবে ! ধন্যবাদ এবং বিদায় !

এক সাহসী এবং দারুণ মেয়ে !

ও যাচ্ছে... হয়তো পরবর্তী লড়াই কোথাও ওর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে !
সমাপ্ত